14

সৈয়দ কামরুল আহ্সান

পূর্ব প্রকাশের পর

সন্ত্রাসের প্রতিকার ঃ

সন্ত্রাস কিভাবে বন্ধ করা যায়, এটা নিয়ে সমাজের সচেতন মানুষ ভাবছেন, ছাত্র-শিক্ষক অভিভাবক ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এমনকি যারা সন্ত্রাসীচক্রের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে চিহ্নিত তারাও ভাবছেন। এ ক্ষেত্রে আলোচনার শুরুতেই একটি প্রশ্ন এসে যায় সেটা হচ্ছে গোটা সমাজের প্রতিটি স্তরে সন্ত্রাসে ঃ সন্ত্রাসের বীজ; সন্ত্রাসী চক্র ও তার পৃষ্ঠপোষক যখন প্রচণ্ড শক্তিশালী সেখানে বিচ্ছিন্নভাবে শুধু শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস বন্ধ করা আদৌ কি সম্ভব? আমার পরিমিত জ্ঞান ও বিশ্বাস- এটা বোধ করি এভাবে সম্ভব নয়। হয়তো মাঝে মাঝে বিচ্ছিন্ন উদ্যোগ নিয়ে সাময়িকভাবে তা প্রশমিত করা যাবে। কিন্তু কখনোই স্থায়ীভাবে সন্ত্রাস নির্মূল করা সম্ভব হবে না। তবে, সমাজের অনাচার, বৈষম্য, দুর্নীতি নির্মূলের পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় বা সামরিক সন্ত্রাসের প্রশ্নে দলমত নিরপেক্ষ মূল্যায়ন ও পদক্ষেপ নেয়া না যায় তাহলে সন্ত্রাস নির্মূল সম্ভব হবে না।

আমরা দুঃখের সাথে লক্ষ্য করেছি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শ্রদ্ধাস্পদ শিক্ষকদের মধ্যে কেউ কেউ নিজস্ব স্বার্থ ও ব্যক্তি জীবন উন্নয়ন উত্তরণের কারণে বিভিন্ন ছাত্র রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর নেতাকর্মীসহ সন্ত্রাসীদের নানাভাবে ব্যবহার করেছেন। শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস নির্মূলের জন্য এই শিক্ষক শ্রেণীর ব্যক্তিস্বার্থ করা আজ একান্তভাবে আবশ্যক বলে মনে করি।

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস দমনে এ মুহূর্তে বেশ কিছু করণীয় দায়িত্ব এসে পড়ে শিক্ষক অভিভাবক রাজনৈতিক নেতৃত্বও স্বয়ং ছাত্রদের। সন্ত্রাসের প্রতিকার চাইলে সংশ্লিষ্ট সকলকে সম্মিলিতভাবেও সততার সাথে উদ্যোগ নিতে হবে। তবেই শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস দমন করা বা নির্মূল সম্ভবপর হবে। এই সম্মিলিত ব্যবস্থা দুইভাবে সম্পন্ন করতে হবে বলে মনে করি। একটি স্বল্পমেয়াদী উদ্যোগ অন্যটি দীর্ঘস্থায়ী উদ্যোগ প্রক্রিয়া।

স্বল্পমেয়াদী প্রশ্নে শিক্ষকদের আরো আন্তরিক হতে হবে। শিক্ষাদানের প্রশ্নে ক্লাস থেকে শুরু করে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদেরকে প্রতিকারের লক্ষ্যে সন্ত্রাসের কুফল ও সন্ত্রাসী জীবনের পরিণতি সম্পর্কে সচেতন করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে 'ছাত্রমত' গড়ে তুলতে হবে।

সাধারণত সেশনজট, আবাসিক সমস্যা ও ডাইনিং হলের সমস্যার কারণে অনেকে সন্ত্রাসের সাথে জড়িত হয়ে পড়ে। ডাইনিং সমস্যার কারণে নিম্নমানের খাবার পরিহার করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পার্শ্বস্থ হোটেলে সন্ত্রাসী স্টাইলে কিংবা বিনা পয়সায় অথবা কম পয়সার বিনিময়ে খাবার জন্য অনেককে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হতে দেখি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যার তুলনায় আবাসিক ব্যবস্থা পর্যাপ্ত না হওয়ার কারণে সৃষ্ট সন্ত্রাস পরিহারে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ আজ অনিবার্যভাবে অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা অবশ্যই প্রধান হতে হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্তমান সরকার মুখে সন্ত্রাস বন্ধের জন্য কিছু স্ট্যান্টবাজী বক্তব্য দিয়ে নিজের ছাত্র সংগঠন ছাত্রদলকে সন্ত্রাসী কার্যকলাপে উৎসাহিত করছেন, অন্যদিকে বিরোধী সংগঠনের নেতা-কর্মিদেরকে পুলিশী হয়রানির শিকার করছেন। এভাবে মূলত পক্ষপাতমূলক প্রশাসন দ্বারা সন্ত্রাস বন্ধের কোন বাস্তব সমাধান হবে না বলেই আমার বিশ্বাস। সেশনজট আর্থিক অভাব ইত্যাদির কারণে হতাশা ও নৈরাজ্যের শিকার হয়ে অনেকে সন্ত্রাসের পথে চলেন। অপরদিকে সমগ্র রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনগুলোর মধ্যে সন্ত্রাসবিরোধী মনোভাব গড়ে তোলার সাথে সাথে নিজে সন্ত্রাস না করা ও সন্ত্রাসকে বর্জন ও ঘৃণা করা আবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রাজনৈতিকভাবে যারা সন্ত্রাসে বিচ্ছিন্নভাবে জড়িয়ে পড়েছেন ও সন্ত্রাসী হয়ে পড়েছেন তাদের কর্মভিত্তিক পুনর্বাসন করা প্রয়োজন। হয়রানির কৌশল অবলম্বন না করে বরং স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার পথ তৈরি করা দরকার বলে এ মুহূর্তে আমি মনে করি।

দীর্ঘমেয়াদী পদক্ষেপের মাধ্যমে শিক্ষার সার্বিক সুবিধা প্রদান করা। শিক্ষাঙ্গনের বাইরে সন্ত্রাস বন্ধের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ দেশের সর্বস্তরে "সন্ত্রাস বিরোধী সাংস্কৃতিক বিপ্লবের" প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। কারণ দীর্ঘদিন যাবত সামরিক সন্ত্রাসের নায়ক ও তার পৃষ্ঠপোষক; দালাল গোষ্ঠী দ্বারা সন্ত্রাস সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়েছে। তাই সমাজের এই ঘুণে ধরা রন্ধ্রে আমাদেরকে কঠিন আঘাত করতে হবে। যার ফলশ্রুতিতে সমাজ ও শিক্ষাঙ্গন থেকে সন্ত্রাস নির্মূল করা সম্ভব হবে বলে আমি মনে করি।

শেষ

সৈয়দ কামরুল আহ্সান ঃ প্রাক্তন ভিপি ঢাকা কলেজ ছাত্র সংসদ, একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত।

আজকের কাগজ

তারিখ 06 MAY 1994 পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২